চুয়াডাঙ্গায় ব্যতিক্রমী ফল-ফসলের চাষে সাফল্য পাচ্ছেন তরুণ চাষীরা

গাছের ডালে থোকায় থোকায় ঝুলছে মাল্টা। ছোট ছোট গাছে ঝুঁলে আছে অসংখ্য থাই জাতের পেয়ারা। এ দৃশ্য চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বালীহুদা গ্রামের। একই গ্রামের বাসিন্দা মিঠু বিশ্বাস নিজ হাতে পরম মমতায় গড়ে তুলেছেন এসব ফলের বাগান।

এর পাশেই আছে কাগুজি লেবু, ড্রাগন ফল আর উন্নত জাতের কাশ্মীরী কুলের বাগান। ব্যতিক্রমী এসব চাষ করে ইতোমধ্যেই সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছেন মিঠু বিশ্বাস। তার দেখাদেখি এলাকার অনেকেই এখন দেশের মাটিতে অর্থকরী এসব চাষে ঝুঁকছেন।

স্থানীয় কৃষি বিভাগ বলছে, প্রতি বছরই চুয়াডাঙ্গায় বাড়ছে মাল্টা, থাই পেয়ারা, ড্রাগন ফলের চাষ। জেলার শিক্ষিত তরুণ যুবকেরা এসব চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। লেখাপাড়া শিখে অনেকেই চাকরি না খুঁজে যোগ দিচ্ছেন কৃষি কাজে।

এ কারণে জেলায় ব্যতিক্রমী চাষও বাড়ছে বছর বছর। তাদেরই একজন জীবননগর উপজেলার বালীহুদা গ্রামের তরুণ চাষী মিঠু বিশ্বাস। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। বছর চারেক আগে ভাগ্য বদলাতে যোগ দেন কৃষি কাজে।

মিঠু বিশ্বাস বলেন, চাকরীতে সীমিত আয়ের জীবন। স্বাধীনতা কম। কৃষিতে ব্যক্তি স্বাধীনতার পাশাপাশি রয়েছে অধিক আয়ের সুবর্ণ সুযোগ। প্রাকৃতিক দূর্যোগ ছাড়া কৃষিতে তেমন ঝুঁকিও নেই। এ কারণে তিনি চাকরী ছেড়ে কৃষিতে যুক্ত হয়েছেন। তিনি ১০ বিঘা জমিতে গড়ে তুলেছেন তার ক্ষুদ্র কৃষি খামার। এ খামার থেকে তিনি বছরে অন্তত ২০-২৫ লাখ টাকা লাভ করতে পারছেন।

মিঠু বিশ্বাসের মাল্টা বাগানে দেখা হয় জীবননগর শহরের বাসিন্দা জহিরুল ইসলামের সাথে। তিনি মিঠুর মিশ্র ফলের বাগান দেখতে এসেছেন। তিনি জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার অনেক তরুণই ব্যতিক্রমী কৃষির মাধ্যমে সফল হচ্ছেন। মিঠুর সাফল্য নিজ চোখে দেখতেই তিনি তাঁর বাগানে এসেছেন। মিঠুর সাফল্য দেখে তিনি নিজেও অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক সুফি মো. রফিকুজ্জামান বাংলাদেশ প্রতিদিন বলেন, চুয়াডাঙ্গার চাষীরা বরাবরই ‘ইনোভেটিভ ফার্মার’ হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছেন। সে ধারাবাহিকতায় এ জেলায় অনেক ফসলই দেশের মধ্যে প্রথম চাষের স্বীকৃতি পেয়েছে।

এ জেলার মাটি ও আবহাওয়া কৃষির জন্য বিশেষ উপযোগী। এ কারণে স্থানীয় অনেক শিক্ষিত তরুণ অর্থকরী কৃষিতে ঝুঁকছেন। তারা ব্যতিক্রমী চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। অন্যদিকে আমদানী নির্ভর অনেক ফল-ফসল এখন দেশের মাটিতে উৎপাদন হওয়ায় এসবের আমদানী নির্ভরতাও কমছে।

চুয়াডাঙ্গার কৃষি বিভাগ বরাবরই কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা করে আসছে। আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় পাটের বাম্পারফলন, দাম নিয়ে শঙ্কিত কৃষক

করোনায় প্রণোদনা এবং একই সঙ্গে পর্যাপ্ত বৃষ্টির কারণে দামুড়হুদায় এবার পাটের বাম্পার ফলন হয়েছে। কিন্তু পাটের বাজার ভালো পাবেন কিনা এ নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন কৃষকরা।

একে একে পাটকল বন্ধ হওয়া এবং পাট ব্যবসায়ীদের বিপুল অর্থ বিজেএমসির কাছে পাওনা থাকায় এ শঙ্কা দেখা দিয়েছে। দামুড়হুদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬৭০ হেক্টর বেশি জমিতে পাটের চাষ হয়েছে। অন্য বছরের চেয়ে ফলনও বেশি হবে বলে আশা করছেন কৃষকেরা।

তবে সম্প্রতি পাটকল বন্ধের ঘোষণায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা দিয়েছে চাষিদের কপালে। পাটের দাম, নিজের স্বপ্ন, বিনিয়োগের টাকা ফেতর পাওয়াসহ নানা দ্বিধায় হতাশায় ভুগছেন তারা। কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, গত বছর পানির অভাবে পাট পচানোতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। তারপরেও বিগত কয়েক বছর পাটের ফলন ও দাম ভালো পেয়েছেন কৃষকেরা।

তাই লাভের মুখ দেখতে এ বছর দামুড়হুদা উপজেলায় আবাদের পরিমাণও বেড়েছে। এ ছাড়াও চলতি মৌসুমে আশানুরূপ বৃষ্টি হওয়ায় পাট কাটা ও পাট ডোবানো নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যার কথা শোনা যায়নি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাজারে পাট বিক্রি শুরু হবে। তবে এবার দাম পাওয়া নিয়ে কৃষকেরা রয়েছেন সংশয়ে।

উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামে নুর বক্সের ছেলে কাউছার আলী, আবুল হোসেনের ছেলে মিজানুর রহমান, হাজী আব্দুল ওহাবের ছেলে আরিফুল ইসলাম ও পারকৃষ্ণপুর গ্রামের মকছেদ আলীর ছেলে জামাত আলী জানান, পাটচাষে ব্যাপক খরচ।

এক বিঘা পাটচাষ করতে প্রথমে চারটি চাষ দিতে হয়। এতে খরচ হয় ১ হাজার ২০০ টাকা, পাটের বীজ কিনতে ২০০ টাকা, দুইটা সেচ দিতে এক হাজার টাকা, তিনবার সার দিতে খরচ হয় ১ হাজার ৮০০ টাকা, বিঘাপ্রতি নিড়ানি দিতে ১০ জন দিনমজুর লাগে। তার খরচ ২৫০ টাকা দরে ২ হাজার ৫০০ টাকা, পাট কাটা শ্রমিক লাগে বিঘাপ্রতি চারজন, যার দাম ১ হাজার টাকা, পাটগুলো আঁটি বাঁধতে দুইজন শ্রমিকের ৫০০ টাকা, পাটের আঁটি বহন করতে শ্রমিক লাগে তিনজন, যার মূল্য ৭৫০ টাকা, বহন খরচ এক হাজার টাকা, পাট জাগ দিতে চারজন শ্রমিকের মূল্য এক হাজার টাকা, কাঁচা লেবার ছয়জন, যার মূল্য ১ হাজার ৫০০ টাকা ও পাট শুকাতে চারজন শ্রমিক লাগে, যার মূল্য এক হাজার টাকা এবং পাট শুকানোর পর আড়তে নেয়া খরচ ১০০ টাকা। এক বিঘা পাট চাষে পর্যায়ক্রমে মোট খরচ হয় প্রায় ১৩ হাজার ৫৫০ টাকা। এক বিঘা জমিতে পাট উৎপাদন হয় ৮-৯ মণ।

দর্শনা পুরনো বাজারের বড় আড়ৎদার আব্দুর রহমান বলেন, ‘বর্তমান বাজারে ১৫-১৬ শত টাকা মণ চলছে। তবে যেভাবে পাটকলগুলো বন্ধ হচ্ছে তাতে করে আমারাও পাট বেচাকেনা নিয়ে চিন্তায় আছি।

বর্তমান মূল্যে অনুযায়ী বিঘাপ্রতি গড় উৎপাদন ৯ মণ এবং ১ হাজার ৬০০ টাকা হারে দাম ধরা হলে এক বিঘা পাট বিক্রি হয় ১৪ হাজার ৪০০ টাকা। একজন কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিঘাপ্রতি পাট চাষে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে লাভ হচ্ছে ৮৫০ টাকা। যদি পাটের মূল্য বা উৎপাদন কম হয় তাহলে তো লোকসানের খাতায়। এরপরও এ দেশের কৃষকেরা তাদের মাঠে অর্থকারী ফসলের চাষ করে মনের সান্ত্বনা নিয়ে বেঁচে আছেন।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান জানান, চলতি মৌসুমে ৬ হাজার ২৮৫ হেক্টর জমিতে পাটচাষের লক্ষ্যমাত্রা

নির্ধারণ করা হলেও সেখানে চাষ হয়েছে ৬ হাজার ৯৫৫ হেক্টর। ফলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৬৭০ হেক্টর জমিতে বেশি পাটচাষ হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে মাসুদ রানা (২০) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে।

শুক্রবার সকালে উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নের বাঁকা মাঠপাড়া গ্রামে ওই যুবকের ঝুলন্ত লাশ তার ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত যুবক মাসুদ রানা উপজেলার বাঁকা মাঠপাড়া গ্রামের চেয়ারম্যান পাড়ার সৈয়দ হোসেনের ছেলে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মানসিক বিকারগ্রস্থের কারণে রাতে নিজ ঘরে সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

নিহত মাসুদ রানার চাচাতো ভাই মহিদুল ইসলাম জানান, বৃহস্পতিবার রাতে প্রতিদিনের মত পরিবারের লোকজনের সাথে খাওয়া-দাওয়া শেষে নিজ ঘরে শুয়ে পড়ে। কিন্তু শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে মাসুদের ঘুম থেকে উঠতে দেরি দেখে পরিবারের লোকজন তাকে ডাকাডাকি করতে থাকে। ঘর তার কোন সাড়া না পাওয়ায় দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে দেখে ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে তার মরদেহ ঝুলছে।

এ অবস্থায় ঘরের দরজা ভেঙে স্থানীয়দের সহয়তায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আত্মহত্যার কারণ জানতে চাইলে সে বলে আমরাও ঠিক কোন কারণ বুঝতে পারছি না। তবে মাসুদ ছোটবেলা থেকেই একটু মানসিক রোগী ছিল। কারণে অকারণেই হুটহাট রেগে যেত, খিটখিটে মেজাজের ছিলো।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার ব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বন বিভাগের ১৩ হাজার চারা ক্ষতির আশংকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী “মুজিব বর্ষ” উৎযাপন উপলক্ষ্যে আলমডাঙ্গা উপজেলা বন বিভাগ বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণের যে কর্মসূচি নিয়েছিলেন সেটা ভারী বর্ষণের কারণে ভেস্তে যেতে বসেছে।

দীর্ঘ কয়েকদিন যাবৎ বৃষ্টির কারণে বন বিভাগের সীমানায় হাটু পানি বেঁধে গেছে। পানি বাঁধার কারণের প্রায় ১৩ হাজার বনজ, ফলজ ও ঔষধী চারা নষ্ট হতে চলেছে। দ্রুত পানি নিষ্কাশন না করলে উৎপাদিত চারা গুলো মারা যাবে বলে ধারন করা হচ্ছে।

উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান জানান, মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বন বিভাগ থেকে ২০ হাজার চারা রোপণ ও বিতরণ করা হবে। এর মধ্যে ৭ হাজার চারা বিতরণ করা হয়েছে ।

পর্যায়ক্রমে আরও ১৩ হাজার চারা রোপণ ও বিতরণ করা হবে। সে দিক মাথায় রেখে চারা উৎপাদনের কাজ করছিলাম। কিন্তু দীর্ঘ কয়েকদিন যাবৎ ভারী বন বিভাগের এলাকায় এক হাটু পানি বেধে গেছে। এখন চারা গুলো পানির উপর ভাসছে।

এমন অবস্থায় থাকলে উৎপাদিত চারা মারা যেতে পারে। দ্রুত পানি নিষ্কাশন করতে পারলে অথবা মাটি দিয়ে ভরাট করলে চারাগুলোকে বিতরণ করা যেত।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বন বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা শাকিল পারভেজ জানান, বৃষ্টির জন্য চারা বিতরণ রোপণ কাজ বন্ধ আছে। বন বিভাগের ভেতর পানি বাঁদার কারণে চারা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না।

পানি বেঁধে থাকলে বাকি চারা মারা যাবে। তাই উর্দ্ধোতম কর্মকর্তাদের সুদৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এখন ছোট চোরকে ধরতে বড় চোরের সম্মতি নিতে হবে: হাবিব উন নবী সোহেল

সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে অভিযানের আগে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতির বিষয়টিকে ‘ছোট চোর ধরতে বড় চোরের সম্মতি’র সঙ্গে তুলনা করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল।

শুক্রবার দুপুরে এক স্মরণ সভায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির এই সভাপতি বলেন, ‌‌রাতের অন্ধকারে জনগণের ভৌতিক ভোটের বাক্স চুরি করে যারা ক্ষমতায় বসেছেন কত নির্লজ্জ তারা দেখেন, এই করোনার মহামারির সময়েও তারা আইন করেছেন যে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন জেলায় যেসব হাসপাতাল আছে, সেখানের চোরগুলোকে ধরতে হলে সেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে। অর্থাৎ ছোট চোরকে ধরতে হলে বড় চোরের অনুমতি নিতে হবে।

নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় ‘গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলন’ নামক সংগঠনের উদ্যোগে সদ্য প্রয়াত জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিউল বারী বাবু ও বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল আউয়াল খানের স্মরণে এই দোয়া ও আলোচনা সভা হয়।

আলোচনা সভার পর বিশেষ মোনাজাত করেন উলামা দলের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ মাওলানা নজরুল ইসলাম তালুকদার।

শফিউল বারী বাবুকে স্মরণ করে বিএনপি যুগ্ম মহাসচিব আরও বলেন, এমনি একটি লুটেরা সরকারের বিরুদ্ধে যে লড়াই অসমাপ্ত রেখে গেছেন শফিউল বারী বাবু, সেই লড়াইকে আমরা যারা তার সহযোদ্ধারা আছি-এক এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করে এই সরকারের পতন ঘটাবো এবং শফিউল বারী বাবু ও আবদুল আউয়াল খানের অসমাপ্ত লড়াইকে সমাপ্ত করেই আমরা তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাবো।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

হাড় ভেঙ্গে যায় আমার ছেলে মফিজুল আমাকে বাঁচতে আসলে ১/২/৩ আসামী লোহার সাবল দিয়ে মাথায় আঘাত করে।

মফিজুলের চিৎকার শুনে আমার ভাই ছুটে আসলে আসামীরা আমার ভাইকেও লোহার রড ও লাঠি দিয়ে আঘাত করে আমাদের চিৎকারে মাঠের কর্মরত সাক্ষিরা ছুটে আসলে আসামীরা পালাইয়া যায় তখন সাক্ষীরা আমাদের উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্হ্য কমপ্লেক্স এ প্ররণ করে। এই নিয়ে আমি কোন প্রকার মামলা মোকদ্দমা করলে আসামীরা আমাকে খুন জখমের হুমকী দিচ্ছে আমি এর বিচার প্রার্থী।

উল্লেখ্য যে গত শুক্রবার মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের মাঝপাড়া গ্রামের তালতলা নামক মাঠে সরকারি বন্দোবস্তকৃত জমিতে জমির বর্গাচাষী ঈসরাফিল ও তার ছেলে মফিজুল জমিতে রোপন কৃত সিম ও পটল গাছে পানি দিতে গেলে মাঝপাড়া ও সোনাপুর গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি বন্দোবস্তকৃত জমি জোর পৃর্বক দখল করার উদ্যেশ্যে তাদের উপর হামলা করে রক্তাক্ত জখম করে।

পরে তাদের উদ্ধার মুজিবনগর স্বাস্হ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে আহত ঈসরাফিলের আঘাত গুরুতর হওয়ায় কর্তব্যরত ডাক্তার প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে এবং মফিজুলের মাথায় ৫টি সেলায় দিয়ে হাসপাতালে ভর্তিরাখা হয়।

সরকার হটানোর দিবাস্বপ্ন দেখছে কেউ কেউ : ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর সিনহা রাশেদের মর্মান্তিক ঘটনাকে ঘিরে কেউ কেউ দুই বাহিনীর মধ্যে উস্কানি দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। জনগণ এবিষয়ে সচেতন রয়েছে বলেও জানান তিনি। এধরণের ঘটনাকে ইস্যু করে সরকার হটানোর মতো দিবাস্বপ্ন দেখছে কেউ কেউ।

তিনি আজ শুক্রবার সকালে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের খুলনা সড়ক জোন,

বিআরটিএ ও বিআরটিসির কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময় সভায় একথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, একটি অশুভ চক্র নানান ইস্যুতে গুজব রটনা ও অপপ্রচারে লিপ্ত। শেখ হাসিনা সরকারের শেকড় এদেশের মাটির অনেক গভীরে, গুজব রটিয়ে লাভ হবে না।

সিনহা হত্যা বিষয়ে সরকার অত্যন্ত আন্তরিক রয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে আইনগত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনে তদন্ত কমিটি কাজ করছে। এঘটনায় ইতিমধ্যে অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। গুজব রটনা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার বন্ধে দেশ-বিদেশে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের।

এসময় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল দপ্তর ও সংস্থার কর্মরতদের উদ্দেশ্যে বলেন, পদোন্নতি, পদায়নের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার পাশাপাশি পারফরম্যান্স কেও মূল্যায়ন করা হবে। ভাল কাজ করলে পুরস্কৃত করা হবে এবং মন্দ কাজের জন্য তিরস্কারসহ চাকরিবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনার সংক্রমণ নতুন করে দেখা দিয়েছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশে এ সপ্তাহে নমুনা পরীক্ষা বাড়ার সাথে সাথে সংক্রমণের হারও বেশি দেখা যাচ্ছে। তাই মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে কোন ধরনের শৈথিল্য দেখালে চলবে না।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন